কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচি অগ্রগতির পাঁচ বছর

❋ জাফর বিল্লাহ ❋

মন্থন পুরস্কার

২০০৯ সালের ১৮-১৯ ডিসেম্বরে ভারতের দিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচিকে (Computer literacy program, সংক্ষেপে CLP) দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ 'ই-লার্নিং কর্মসূচি আখ্যায়িত করে 'মন্থন পুরস্কার দক্ষিণ এশিয়া-২০০৯' প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে এ কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচি ২০০৪ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছে ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ- নিউজার্সি (সংক্ষেপ ভ্যান- নিউজার্সি) উদ্যোগে (পূর্বসূত্র : ঠিকানা, শুক্রবার ২৯ জুন ২০০৭)। ডিজিটাল এমপাওয়ারমেন্ট ফাউন্ডেশন নামে দিল্লি কেন্দ্রিক এক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এবং আরও কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রতিবছর এই মন্থন পুরস্কার প্রদান করে থাকে। এই পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সার্ক দেশসমূহ- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান এবং মালদ্বীপ।

শুরু হলো যেভাবে

বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। উন্নত দেশগুলোতে কম্পিউটার আজ মানুষের নিত্যসঙ্গী এবং শিক্ষার এক আবশ্যিক মাধ্যম। বাংলাদেশে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এক্ষেত্রে আরও বঞ্চিত। তাই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরবর্তী সময়ে কর্মজগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাদের শহুরে সাথীদের থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এই বৈষম্য দূর করার জন্য যদিও সরকার কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সম্প্রসারণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। এ জন্যে সরকারি, উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ উপলব্ধি থেকে নিউজার্সি অভিবাসী কিছু বাঙালি ২০০৪ সালের শেষ দিকে এই কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচি শুরু করেন। অভিবাসীদের পক্ষে দেশে সরাসরি কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব বলে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী সংগঠন হিসেবে নেয়া হয় বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ডি. নেটকে (www.dnet.org.bd)।

কর্মসূচির উদ্যোক্তারা এ সময়ে ভলান্টিয়ার্স এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশের (VAB) কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হন। ভ্যাব (www.vabonline.org) উত্তর আমেরিকায় অভিবাসী বাঙালিদের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গরীব ও নিম্নবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া, বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি নিয়ে ১৯৯৮ সাল থেকে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে ভ্যাব। উদ্দেশ্যের একমুখিনতা লক্ষ্য করে কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচির উদ্যোক্তারা ভ্যাব-এর তাদের সংগঠনকে অঙ্গ সংগঠন, ভ্যাব-নিউজার্সি হিসেবে গড়ে তোলেন।

কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় একটি সম্পূর্ণ ও সমন্বিত ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ হিসেবে। ভ্যাব-নিউজার্সি এই কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ডিনেটে আংশিক ব্যয়ভার বহনের পাশাপাশি পাঠ্যক্রম তৈরি, শিক্ষক-প্রশিক্ষণে, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, হালনাগাদকরণের দায়িত্ব পালন করে। স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষ ল্যাব স্থাপনের জায়গা, আসবাবপত্র, বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিল প্রদান করে। কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, প্রধানত, সুবিধাবঞ্চিত গ্রামাঞ্চলে, একটি করে কম্পিউটার সাক্ষরতা কেন্দ্র (Computer literacy Center, সংক্ষেপে CLC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে কমপক্ষে ৪টি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। কম্পিউটার

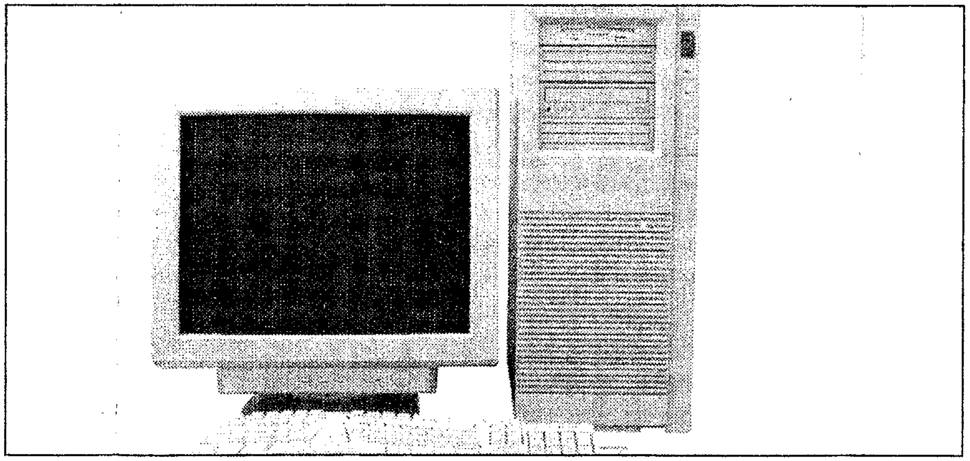

বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় তৈরি একটি 'হাতে-কম্পিউটারে' শিক্ষা পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদেরকে সর্বমোট আগে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দুইজন যোগ্য ও উৎসাহী শিক্ষককে নির্বাচন করে ডাকায় এনে এই পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর ওপর দু'সপ্তাহ ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ সব কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে কম্পিউটারের ব্যবহার শেখে, যার মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, স্প্রেডশিট, পেইন্ট প্রোগ্রাম ইত্যাদি এবং ইন্টারনেট (যেসব কেন্দ্রে সংযোগ রয়েছে) এর ব্যবহার বাংলায় 'এসো কম্পিউটার শিখি' নামে একটি শিক্ষা সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে যার মধ্যে এই পাঠ্যক্রমের সব বিষয়বস্তু ধাপে-ধাপে বর্ণনা করা আছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নামমাত্র মূল্যে এই বইটি সরবরাহ করা হয়।

২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মসূচির অর্জনসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- স্থাপিত কেন্দ্রের সংখ্যা : ১০৭
- বিস্তৃতি : ৩৯টি জেলায় (মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে)
- ৭০% কেন্দ্র সুবিধাবঞ্চিত গ্রামাঞ্চলে
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক : ২৫২ (১৬% মহিলা)
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৫,২০৯ (৫২% ছেলে, ৪৮% মেয়ে)
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিটি ছাত্রের জন্য কর্মসূচির খরচ : ৩ ডলার।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

গত পাঁচ বছরে কর্মসূচির ছোটবড় সাফল্যের মধ্যে রয়েছে :

২০০৯ সালে মন্থন পুরস্কার অর্জন

কর্মসূচির মান এবং সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হবে 'ব্যাংক এশিয়া' ১৩টি কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বর্তমানে বহন করছে এবং ভবিষ্যতে তাদের আর্থিক অনুদানে আরও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়েছে।

ইমদাদ-সিতারা খান ফাউন্ডেশন ১২টি কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করছে।

রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল ও অন্যান্য CLP পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় ৫২টি কেন্দ্রে 'ইন্টারনেট' সংযোগ দেয়া হয়েছে।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সিএলপি কর্মসূচিকে ২০০টি ব্যবহারযোগ্য পুরানো কম্পিউটার দান করেছে এবং তাদের আর্থিক অনুদানে কিছু নতুন কেন্দ্র স্থাপনের আশ্বাস দিয়েছে।

কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক, জনাব মুস্তফা কামাল সম্প্রতি আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের বৃত্তি নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব নেবরাস্কা- লিংকন পরিচালিত 'টিচিং এক্সিলেন্স অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট (টিইএ) প্রোগ্রাম-এ প্রশিক্ষণ লাভ করার সুযোগ পান। পেনসিলভানিয়া প্রবাসী জনাব সালাহউদ্দিন শাহরিয়ারের অনুদানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্থাপিত একটি কেন্দ্রে মুস্তফা কামাল ছিলেন কম্পিউটার প্রশিক্ষক। সেই কেন্দ্রে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার পর বিশ্বের দুয়ার তার কাছে খুলে যায়। তিনি তার অবসর সময়ে সাক্ষরতা কেন্দ্রে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষামূলক সাইটে গিয়ে তার নিজের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করতেন এবং তার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতেন। এমনি এক বিকেলে টিচার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি টিইএ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পান এবং নির্দেশ অনুযায়ী আবেদনপত্র পাঠান ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের পূর্ণ আর্থিক সহায়তায় সেপ্টেম্বর ২০ থেকে নভেম্বর ৮, ২০০৯ ব্যাপী এই কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সীমানা পেরিয়ে

কর্মসূচির এ যাবৎ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নিউজার্সির স্বেচ্ছাসেবী সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকরা প্রতিনিয়ত ভাবছেন, চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কি করে এই কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে কেন্দ্র করে আরও নতুন নতুন কর্মসূচির অবতারণা করা যায়। এমনি একটি নতুন কর্মসূচি হচ্ছে কম্পিউটার টিচেস এভরিডে ইংলিশ, Computer Teaches Everyday English সংক্ষেপে (CTEE)। এই CTEE কর্মসূচির আওতায় ছাত্রছাত্রীদেরকে শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজি কথোপকথন শেখানো হবে। ২০০৯-এ পরীক্ষামূলকভাবে ৫টি কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্রে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। অনেক গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের চিন্তাধারার সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে তৈরি হয়েছে ইংরেজি শিক্ষার কম্প্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) চালিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদেরকে চোখে দেখিয়ে, বলে, শুনিয়ে ও মুখে উচ্চারণ করিয়ে শুদ্ধ ইংরেজি শিক্ষা দেবেন। এই ৫টি কেন্দ্রে একটি নিয়ন্ত্রিত নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, CTEE কর্মসূচির যে ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি শিখেছে। তারা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের চাইতে এতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। CTEE আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ভ্যাব, নিউজার্সির সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে। তেমনি পরিকল্পনা রয়েছে কম্পিউটার ও শিক্ষামূলক কম্প্যাক্ট ডিস্ক ব্যবহার করে জ্যামিতি, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয় শেখানোর প্রসার ঘটান।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন ও অভিবাসী বাংলাদেশী

স্বাধীনতার পঞ্চম বছর, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উচ্চাভিলাষী আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে সরকার। তৃণমূল পর্যায়ে সে উদ্যোগ যাতে সফল হতে পারে সে ক্ষেত্র তৈরি করছে কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচি। দেশের সার্বিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ১০৭টি কম্পিউটার সাক্ষরতা কেন্দ্র নিতান্তই অপ্রতুল। নিজের পছন্দসই এলাকায় কম্পিউটার সাক্ষরতা কেন্দ্র গড়ার অনুদান দিয়ে, কর্মসূচি পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে, অন্যকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে অভিবাসী বাংলাদেশী এ প্রচেষ্টাকে ছড়িয়ে দিতে পারেন সারাদেশে (সাহায্য করার জন্য www.vabonline.orgvabrj ওয়েবসাইট দেখুন)।